

**প্রশ্ন ১।** ব্যবসায়ী খলিলুর রহমান সাহেব ঢাকা থেকে মাঝে মধ্যে গ্রামে যান। দরিদ্র মানুষের সাথে মিশেন, তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। গ্রামের নিরীহ মানুষের উপকার করেই শান্তি পান। সেই গ্রামেরই রেজাউল করিম সাহেব ধর্মীয় নিয়ম কানুন মেনে চলেন। নিচে ভালো কাজ করেন এবং মানুষকে সেদিকে আহ্বান করেন। খলিলুর রহমান সাহেব খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন রেজাউল করিম সাহেব এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর পরিবার থেকে পেয়েছেন। অন্যদিকে ব্যবসায়ী আনিস সরকারের কোটি কোটি টাকা। তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আরো অর্থ আয় ও ব্যয় করা।

ক. মূল্যবোধ কী?

খ. মূল্যবোধের আদর্শ ও বিশ্বাসের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত তা ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের আলোকে খলিলুর রহমান সাহেব কোন ধরনের মূল্যবোধের অধিকারী তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনাব রেজাউল করিম ও আনিস সরকারের মূল্যবোধগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** গুরুত্ব ও ভালো-মন্দের বিচার নিয়ন্ত্রিত হয় এবং চিন্তায় কেন্দ্রীভূত থাকে, ব্যক্তির এমন বিশ্বাসই হলো মূল্যবোধ।

**খ** প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি একটি বিশেষ মনোভাব থাকে। মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব, যেকোনো কবি বা সাহিত্যিক, খেলোয়াড়, শিল্পী প্রভৃতি ব্যক্তির প্রতি আমাদের একেক জনের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া রয়েছে। বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য মানুষ তার দিকে এগিয়ে যায়, আর শত্রুর প্রতি নেতিবাচক থাকার কারণে তার নিন্দা শুনলে খুশি হয়। পরিবেশের বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে সমাজীকরণের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে নানা

প্রকার মনোভাব গড়ে উঠে। কতকগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাসকে মূল্যবোধ বলে অভিহিত করা হয়। মূল্যবোধ হলো এক ধরনের আদর্শ। তাই বলা যায় যে, মূল্যবোধের আদর্শ বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত।

**গ.** উদ্দীপকের আলোকে খলিলুর রহমান সাহেব সামাজিক মূল্য বোধের অধিকারী। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো- সামাজিক মূল্যবোধ : সমাজেই মানুষের বসবাস, তাই সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে জনগণের ভালোবাসা বা জনগণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতাই সব কিছু। সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সামাজিক ঘটনা বা আচরণের গুণারোপিত যা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সামাজিক সদস্যগণ মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ ধরনের ব্যক্তিদের কাছে মূল্যবোধের অর্থই পরার্থপরতার অধ্যয়ন অথবা দেশপ্রেমের অনুভূতি সর্বস্বতা যা পরিমেয়। এরা নিঃস্বার্থ, সহানুভূতিশীল, দয়ালু হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করতে চায়। সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে চলতে চায়। এরা সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক রীতি-নীতিকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং তা মেনে সুসম্পর্ক ও ভালোবাসা বজায় রাখতে নিবিড়ভাবে কাজ করে এবং সেক্ষেত্রেই তারা তাদের সামাজিক জীবনবোধ ও মূল্যবোধকে খুঁজে পায়। এরা নিজের স্বার্থের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয় না। এরা দয়ালু, সহানুভূতিশীল এবং নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে।

**ঘ** উদ্দীপকে জনাব রেজাউল করিম সাহেব ও আনিস সাহেবের মধ্যে যথাক্রমে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ বিদ্যমান। নিচে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো-

ধর্মীয় মূল্যবোধ : ধর্মীয় চিন্তা-ধারণা-বিশ্বাস-অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে এ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মূল্যবোধের জন্য বিভিন্ন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে নিজ নিজ ধর্মের প্রতি ব্যক্তি তার মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। এ মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির সাধারণত ধার্মিক হয়। ধার্মিক লোকের জীবনে মূল্যবোধের ধারণা একতা বা সুসংহতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র বিশ্বজগতকে একসূত্রে খুঁজে দেখাই এদের প্রচেষ্টা এবং এরা আধ্যাত্মিক হয়ে থাকে। ধার্মিক

লোক নিজেকে বর্ণনা করার জন্য এর অন্তর্ভুক্ত ধর্মীয় ধারণাকে হৃদয়ঙ্গম করতে চায় এবং এরা চিরন্তনী আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। এদের মানসিক গঠন এবং চিন্তায় কেন্দ্রীভূত। সম্পূর্ণভাবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃজনশীলতার দিকে থাকে। এদের মূল্যবোধ নৈর্ব্যক্তিক। একজন ধার্মিক ব্যক্তি প্রত্যেক ঘটনার মধ্যেই কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত খুঁজে পায়। অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি জীবনের সবকিছু থেকে সরে গিয়ে নিজেকে সংযুক্ত করতে চায় কোনো উচ্চতর বাস্তবতার সাথে।

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ : অর্থনৈতিক মূল্যবোধ মূলত ব্যক্তির অর্থ সম্পর্কিত আচার-আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অর্থনৈতিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধরনের মূল্যবোধের ব্যক্তি তার অর্থ উপার্জন, অর্থ সঞ্চয়, মিতব্যয়িতা ইত্যাদি প্রবণতার মাধ্যমে নিজেকে মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের দ্বারাই তার ব্যবসা-বাণিজ্য বা পেশা নির্ধারিত হয়। এ মূল্যবোধের প্রভাবে ব্যক্তির আগ্রহ নির্দিষ্ট সম্পদের সঞ্চিতকরণ, সুখ্যাতির সুসজ্জিতকরণ এবং বাস্তব পরিকল্পনার দিকে ধাবিত হয়। এ ধরনের ব্যক্তির বাস্তববাদী হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা যায়, অর্থ-সম্পদের প্রতি অধিক আগ্রহী এমন মনোভাব পোষণকারী ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে অর্থ সম্পদের প্রতি কম আগ্রহী এমন মনোভাব পোষণকারী ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এ ধরনের অর্থনৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির অনেক ক্ষেত্রেই নৈতিক মূল্যবোধ বা রাজনৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদর্শন করে। এ ধরনের ব্যক্তির ধনকুবের হতে চায় তাই তারা ধনদেবতার উপাসনা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এ ধরনের ব্যক্তির যেন ঐতিহ্যময় ঈশ্বরকে অটেল ধন বা দানের অভিপ্রেত লক্ষ্য হিসেবে ধরে নেয়।

উদ্দীপকের জনাব রেজাউল করিম সাহেবের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য হিসেবে তার ধর্মীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলা এবং সাথে সাথে নিজে ভালো কাজ করা এবং মানুষকে সেদিকে আহ্বানের মতো আচরণগুলো লক্ষ করা যায়। অপরদিকে, আনিস সাহেবের মধ্যে তার

অর্থনৈতিক মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য হিসেবে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আরও অর্থ আয় ও ব্যয় করার মতো বিষয়গুলো চিহ্নিত করা যায় ।

**প্রশ্ন ২ ।** দৃশ্যকল্প-১ : আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় মিলনের লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি ।

কোনো বন্ধু বান্ধবীও তার নাই । কঠোর পরিশ্রম আর সততার সাথে কসমেটিকের ব্যবসা করে আজ সে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক । সে সততার শিক্ষাটা পিতামাতার কাছ থেকেই পেয়েছে ।

দৃশ্যকল্প—২ তৃষ্ণা তার সহপাঠীদের একত্রিত করে দ্বাদশ শ্রেণির মানবিক শাখার ক্লাস পার্টির আয়োজন করে । আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিচালনা করে । এক বান্ধবীর অংশগ্রহণের চাঁদা না থাকায় সে পরিশোধ করে । খাবারের প্যাকেট বিতরণের পর বিজ্ঞান শাখার বান্ধবী অনন্যা অনুষ্ঠান দেখতে এলে নিজের প্যাকেটি তাকে দিয়ে দেয় । একাদশ শ্রেণির ক্লাস পার্টিরও নেতৃত্ব দিয়েছিল তৃষ্ণা ।

ক. তাত্ত্বিক মূল্যবোধ কী?

খ. মূল্যবোধকে সমাজের চালিকা শক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর ।

গ. মিলনের মূল্যবোধ গঠনে কোন মাধ্যম ভূমিকা রেখেছে? ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. 'তৃষ্ণার মধ্যে একাধিক মূল্যবোধ বিদ্যমান'— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর ।

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** তাত্ত্বিক মূল্যবোধ হলো ব্যক্তির এমন এক ধরনের বিশ্বাস, যা অভিজ্ঞতামূলক, সমালোচনামূলক বা বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক তথ্য, তত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় ।

**খ** মূল্যবোধ হলো মানুষের ইচ্ছার একটি বিশেষ মানদণ্ড । যার দ্বারা মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সমাজের মানুষের কাজের ভালো ও মন্দ বিচার হয় । একটি জনগোষ্ঠী সামাজিক আচরণগুলোর কোনটি ভালো কোনটি মন্দ সে সম্পর্কে এক অভিনব

ধারণা পোষণ করে । প্রতিটি সমাজের নিজস্ব মূল্যবোধ রয়েছে । আর এ মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করেই সমাজ পরিচালিত হয় । তাই মূল্যবোধকে সমাজের চালিকা শক্তি বলা হয় ।

**গ.** দেশকে দৃশ্যকল্প-১ এ মিলনের মূল্যবোধ গঠনে যে মাধ্যম ভূমিকা রেখেছে তা হলো পরিবার । নিচে মিলনের মূল্যবোধ গঠনে পাবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হলো-

সামাজিক শিক্ষণের প্রথম ও প্রধান মাধ্যম হলো তার পরিবার । মূলত পরিবারেই ব্যক্তির সামাজিক শিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের চুলাবোধ সৃষ্টি হয় । একক পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন এবং বোর পরিবারে এদের দাদা-দাদী, চাচা, ফুপু এবং আরও নানা সম্পর্কের সদস্য নিয়ে গঠিত হয় পারিবারিক পরিবেশ । এমনি একটি পরিবেশেই শুরু হয় শিশুর মূল্যবোধ গঠন

অমরা জানি মানবশিশু প্রাণিজগতে সর্বাপেক্ষা অসহায় এবং নির্ভরশীল প্রাণী । এ নির্ভরশীলতাই মূল্যবোধের ভিত্তিমূল রচনা করে । জীবনধারণের জন্য একটি শিশু যে ব্যক্তির উপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল থাকে তিনি তার মা । এ মায়ের মূল্যবোধ দ্বারা শিশুর মূলবেধ প্রভাবিত হয় অথবা গঠন শুরু হয় । জৈবিক চাহিদা নিবৃত্তির এ উৎসটি ধীরে ধীরে মূল্যবোধের প্রধান মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয় । এক্ষেত্রে গৌণ বলবৃদ্ধির সূত্র অনুযায়ী ধীরে ধীরে যা শিশুর সন্তুষ্টির প্রধান উৎস হয়ে উঠেন এবং এ কারণেই শিশুর সকল মূল্যবোধ সৃষ্টিতে মায়ের মুখ্য ভূমিকা থাকে ।

পিতার সাথে শিশুর প্রাথমিক সংযোগ মাতৃসান্নিধ্যের মতো প্রত্যক্ষভাবে জৈবিক চাহিদার সাথে যুক্ত না হলেও তার সাথে শিশুর আন্তঃক্রিয়া অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে অনেক বেশি । বিভিন্ন চাহিদা নিবৃত্তির উৎস হিসেবে শিশু তার পিতাকে পায় । ফলে পিতাও শিশুর মূল্যবোধ সৃষ্টিতে অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে । পরিবার থেকেই শিশু সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সরাসরি শিখে । জন্মসূত্রে একজন শিশু স্বাভাবিকভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ পেয়ে

থাকে। পিতা-মাতার ধর্ম এবং ধর্মীয় মনোভাব শিশুর ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে একটি সমাজে বাস করতে হলে, পরিবার শিশুটিকে ঐ সমাজের সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি শিখতে সাহায্য করে এবং এর মাধ্যমেই শিশুটির মধ্যে আস্তে আস্তে সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ লাভ করে। একটি পরিবারে বাবা-মা যদি শিক্ষিত হয় তবে শিশুর মধ্যে তাত্ত্বিক মূল্যবোধ পরিবার থেকে গড়ে উঠে। তবে বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশুর তাত্ত্বিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে পরিবার ততটা মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে না। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক মূল্যবোধ গঠনে অনেকাংশে পরিবার দায়ী। মূলত পারিবারিক প্রেক্ষাপট থেকেই একজন ব্যক্তি রাজনৈতিক মনোভাব সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচিতি লাভ করে এবং মনোভাব থেকে পরবর্তীতে মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে ছয় ধরনের মূল্যবোধের প্রত্যেকটিই প্রাথমিকভাবে পরিবার থেকেই পেয়ে থাকে একজন ব্যক্তি। পরিবার, পরিবারে মা-বাবা, অন্যান্য ভাই-বোনের সাথে আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমেই মূল্যবোধ তৈরি হয়। একজন ব্যক্তির মূল্যবোধ সৃষ্টির পেছনে পরিবার ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

**ঘ.** উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-২ এ তৃষ্ণার মধ্যে একাধিক মূল্যবোধ যথা— সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ বিদ্যমান। নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-

সামাজিক মূল্যবোধ : সমাজেই মানুষের বসবাস, তাই সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে জনগণের ভালোবাসা বা জনগণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতাই সব কিছু। সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সামাজিক ঘটনা বা আচরণের গুণারোপিত যা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সামাজিক সদস্যগণ মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ ধরনের ব্যক্তিদের কাছে মূল্যবোধের অর্থই পরার্থপরতার অধ্যয়ন অথবা দেশপ্রেমের অনুভূতি সর্বস্বতা যা পরিমেয়। এরা নিঃস্বার্থ, সহানুভূতিশীল, দয়ালু হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করতে চায়। সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্ব সামাজিক রীতি-নীতিকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং তা মেনে চলতে চায়। এরা সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক



সুসম্পর্ক ও ভালোবাসা বজায় রাখতে নিবিড়ভাবে কাজ করে এবং সেক্ষেত্রেই তারা তাদের সামাজিক জীবনবোধ ও মূল্যবোধকে খুঁজে পায়। এরা নিজের স্বার্থের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয় না। এরা দয়ালু, সহানুভূতিশীল এবং নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে।

রাজনৈতিক মূল্যবোধ : যে মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক আদর্শ ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে। তাই রাজনৈতিক মূল্যবোধ। এ রাজনৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব। সেক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিদের মূল্যবোধ অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের মূল্যবোধের সাথে পার্থক্য থাকে এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা সাধারণত নেতৃত্বপ্রিয়। নেতৃত্ব প্রদানই তাদের আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা। তবে রাজনৈতিক সংকীর্ণ পরিসরেই এদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকে। গবেষকদের মতে, ব্যক্তির মধ্যে জাতিগত মতভেদ রাজনৈতিক মূল্যবোধের সৃষ্টি করে। ব্যক্তির রাজনৈতিক মূল্যবোধের পিছনে তার পূর্ব সংস্কার, পছন্দ অপছন্দ, বিশ্বাসসমূহ কাজ করে। এরা প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামপূর্ণ জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রাজনৈতিক মূল্যবোধের লোকেরা পুরোপুরি শক্তিমত্তার মূল্যবোধ খুঁজে। ক্ষমতা, নেতৃত্ব দান, পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে এরা নিয়ন্ত্রিত হয়।

**প্রশ্ন ৩**। মামার মুখে বাংলাদেশ স্বাধীনতার গল্প এবং পাঠ্যবই এ বাংলাদেশ স্বাধীনতার তথ্যগুলো সপ্তম শ্রেণির রহিমকে মুগ্ধ করেছে। তখন থেকে রহিম তার লেখা পড়ার পাশাপাশি দেশ সেবা, প্রতিযোগিতা, সংগ্রাম, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব শুরু করে দেয় এবং সে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একজন ক্ষমতাবান নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে রহিমের ছোট ভাই করিম চায় সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করতে, সমাজের মানুষের সেবা করতে। সকলের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে। সকলকে ভালোবাসতে। এগুলোর মধ্যেই করিম তার জীবনের সুখ ও শান্তি খুঁজে পায়।

ক. মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যমগুলো কি কি?

খ. পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কোন ধরনের মূল্যবোধগুলো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়?

গ. উদ্দীপকে রহিমের আচরণে যে মূল্যবোধ লক্ষ্য করা যায় তার বর্ণনা দাও।

ঘ. করিমের মূল্যবোধ বর্ণনা দাও এবং রহিমের মূল্যবোধের সাথে কি সাদৃশ্য আছে বলে তুমি মনে কর?

### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যমগুলো হলো- পরিবার, বিদ্যালয়, সমবয়সীদল, কমিউনিটি এবং সমাজ ও কৃষ্টি।

**খ.** পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন মূল্যবোধের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাত্ত্বিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলাদের চেয়ে উচ্চমানের এবং সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা উচ্চ মূল্যবোধসম্পন্ন। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সৌন্দর্যবোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি মূল্যবোধ সম্পন্ন হয়। পুরুষরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেশি সময় ব্যয় করে। তারা রাজনীতিকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করে। তাত্ত্বিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পুরুষরা বাস্তব প্রয়োগে বিশ্বাস, সত্য উদঘাটন ও সৃজনশীল বিশ্বাসের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে।

**গ.** উদ্দীপকে রহিমের আচরণে যে ধরনের মূল্যবোধ লক্ষ্য করা যায় তা হলো রাজনৈতিক মূল্যবোধ। নিচে বর্ণনা দেওয়া হলো- যে মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক আদর্শ ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে তাই রাজনৈতিক মূল্যবোধ। এ রাজনৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব। সেক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিদের মূল্যবোধ অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের মূল্যবোধের সাথে পার্থক্য থাকে এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা সাধারণত নেতৃত্বপ্রিয়। তবে রাজনৈতিক সংকীর্ণ পরিসরেই এদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকে। গবেষকদের মতে, ব্যক্তির মধ্যে জাতিগত মতভেদ রাজনৈতিক মূল্যবোধের সৃষ্টি করে। ব্যক্তির রাজনৈতিক মূল্যবোধের পিছনে তার পূর্ব সংস্কার, পছন্দ অপছন্দ, বিশ্বাসসমূহ কাজ করে। এরা প্রতিযোগিতা ও



সংগ্রামপূর্ণ জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রাজনৈতিক মূল্যবোধের লোকেরা পুরোপুরি শক্তিমত্তার মূল্যবোধ খুঁজে। ক্ষমতা, নেতৃত্ব দান, পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে এরা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে করিমের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ বিরাজমান। নিচে করিমের মূল্যবোধের বর্ণনা দেওয়া হলো—

সমাজেই মানুষের বসবাস, তাই সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে জনগণের ভালোবাসা বা জনগণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতাই সব কিছু। সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সামাজিক ঘটনা বা আচরণের গুণারোপিত যা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সামাজিক সদস্যগণ - মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ ধরনের ব্যক্তিদের কাছে মূল্যবোধের অর্থই পরার্থপরতার অধ্যয়ন অথবা দেশপ্রেমের অনুভূতি সর্বস্বতা যা পরিমেয়। এরা নিঃস্বার্থ, সহানুভূতিশীল, দয়ালু হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করতে চায়। সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্ব সামাজিক রীতি-নীতিকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং তা মেনে চলতে চায়। এরা সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভালোবাসা • বজায় রাখতে নিবিড়ভাবে কাজ করে এবং সেক্ষেত্রেই তারা তাদের সামাজিক জীবনবোধ ও মূল্যবোধকে খুঁজে পায়। এরা নিজের স্বার্থের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয় না। এরা দয়ালু, সহানুভূতিশীল এবং নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে।

রহিমের মূল্যবোধ রাজনৈতিক এবং করিমের মূল্যবোধ সামাজিক। এদের দুজনের মূল্যবোধের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলে আমি মনে করি। সাদৃশ্য নিম্নরূপ-

১। উভয় মূল্যবোধের মধ্যে দেশপ্রেমের মহানব্রত বিদ্যমান।

২। সকল ধরনের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট।

৩। মানুষের প্রতি প্রবল ভালোবাসা বিরাজমান।

**প্রশ্ন ৪ ।** সোহেল গ্রামবাসীর সবার প্রিয় । সে প্রতিবেশীদের প্রয়োজনে সবার আগে এগিয়ে আসে । সোহেলের বাবা নুরুল ইসলাম একজন আদর্শবান শিক্ষক । নীতি এবং আদর্শের প্রশ্নে তিনি আপোষহীন । তিনি জ্ঞানীয় মনোভাব গ্রহণ করে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চান ।

ক. Edward Spranger (১৯২৮) মূল্যবোধকে কয় ভাগে ভাগ করেছেন?

খ. পরিবারকে মূল্যবোধ গঠনের প্রধান মাধ্যম বলা হয় কেন?

গ. সোহেল কোন মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. জনাব নুরুল ইসলামের মূল্যবোধগুলো বিশ্লেষণ কর ।

### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সমাজ মনোবিজ্ঞানী Edward Spranger (1928) মূল্যবোধকে ছয় ভাগে ভাগ করেছেন ।

**খ** . ব্যক্তির সামাজিক শিক্ষণের প্রথম ও সর্বপ্রধান মাধ্যম হলো তার পরিবার । মূলত পরিবারেই ব্যক্তির সামাজিক শিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় । আমরা জানি মানবশিশু প্রাণিজগতে সর্বাপেক্ষা অসহায় এবং নির্ভরশীল প্রাণী । এ নির্ভরশীলতাই মূল্যবোধের ভিত্তিমূল রচনা করে । জীবনধারণের জন্য একটি শিশু যে ব্যক্তির উপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল থাকে তিনি তার মা । এ মায়ের মূল্যবোধ দ্বারা শিশুর মূল্যবোধ প্রভাবিত হয় অথবা গঠন শুরু হয় । জৈবিক চাহিদা নিবৃত্তির এ উৎসটি ধীরে ধীরে মূল্যবোধের প্রধান মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয় । এক্ষেত্রে গৌণ বলবৃদ্ধির সূত্র অনুযায়ী ধীরে ধীরে মা শিশুর সন্তুষ্টির প্রধান উৎস হয়ে উঠেন এবং এ কারণেই শিশুর সকল মূল্যবোধ সৃষ্টিতে মায়ের মুখ্য ভূমিকা থাকে ।

পিতার সাথে শিশুর প্রাথমিক সংযোগ মাতৃসান্নিধ্যের মতো প্রত্যক্ষভাবে জৈবিক চাহিদার সাথে যুক্ত না হলেও তার সাথে শিশুর আন্তঃক্রিয়া অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে অনেক বেশি । বিভিন্ন চাহিদা নিবৃত্তির উৎস হিসেবে শিশু তার পিতাকে পায় । ফলে পিতাও শিশুর মূল্যবোধ সৃষ্টিতে অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে । প্রকৃতপক্ষে ছয় ধরনের মূল্যবোধের

প্রত্যেকটিই প্রাথমিকভাবে পরিবার থেকেই পেয়ে থাকে একজন ব্যক্তি। পরিবার, পরিবারে মা-বাবা, অন্যান্য ভাই-বোনের সাথে আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমেই মূল্যবোধ তৈরি হয়। একজন ব্যক্তির মূল্যবোধ সৃষ্টির পেছনে পরিবার ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। একারণেই পরিবাকে মূল্যবোধ গঠনের প্রধান মাধ্যম বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকের আলোকে সোহেল সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন একজন ব্যক্তি। নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

সমাজেই মানুষের বসবাস, তাই সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে জনগণের ভালোবাসা বা জনগণের কাছে তার গ্রহণযোগ্য তাই সব কিছু। সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সামাজিক ঘটনা বা আচরণের গুণারোপিত যা অংশদারিত্বের মাধ্যমে সামাজিক সদস্যগণ মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ ধরনের ব্যক্তিদের কাছে মূল্যবোধের অর্থই, পরার্থপর তাই অধ্যয়ন অথবা দেশপ্রেমের অনুভূতি সর্বস্বতা যা পরিমেয়। এরা নিঃস্বার্থ, সহানুভূতিশীল, দয়ালু হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করতে চায়। সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্ব সামাজিক রীতি-নীতিকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং তা মেনে চলতে চায়। এরা সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পারস্পারিক সুসম্পর্ক ও ভালোবাসা বজায় রাখতে নিবিড়ভাবে কাজ করে এবং সে ক্ষেত্রেই তারা তাদের সামাজিক মূল্যবোধ ও জীবনবোধকে খুঁজে পায়। এরা নিজেদের স্বার্থের প্রতি নজর দেয় না। এরা দয়ালু, নিঃস্বার্থ এবং সহানুভূতিশীল হয়ে থাকে।

**ঘ** উদ্দীপকে জনাব নুরুল ইসলাম সাহেবের মধ্যে ধর্মীয় ও তাত্ত্বিক মূল্যবোধগুলো বিরাজমান। নিচে এই মূল্যবোধগুলো বিশ্লেষণ করা হলো- যারা ধর্ম দর্শন দ্বারা প্রভাবিত তারা ধর্মীয় মূল্যবোধের অধিকারী হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে একাত্মতা থাকে। নিয়ম, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার শ্রদ্ধাশীল হয়। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে এবং সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। ধার্মিক ব্যক্তি প্রতিটি ঘটনার মধ্যে সৃষ্টিকর্তার প্রভাব খুঁজে পায়। তত্ত্বীয় বা তাত্ত্বিক মূল্যবোধের অধিকারী ব্যক্তিগণ সত্য আবিষ্কার ও সৃষ্টিশীলতার

মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হয়। তাঁরা জ্ঞানীয় মনোভাব গ্রহণ করে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। এ ধরনের বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তিগণ সত্যের পিছনে ছুটে বেড়ায়, নিজের পরিচিতি খুঁজে অন্যদের সাথে তার পার্থক্য করে থাকে। কেউ কেউ ব্যতিক্রমধর্মী ধ্যান-ধারণার দিকে ছুটে চলে। এরা প্রবল উৎসাহী, আগ্রহী ও মনোযোগী হয়ে থাকে। এ ধরনের ব্যক্তিদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতামূলক, সমালোচনামূলক এবং বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে থাকে। তারা গৃহে বন্ধী অবস্থায় থাকতে পারে না। অজানাকে জানতে চায় এবং নতুন আবিষ্কার করতে আগ্রহী হয়। পরিস্থিতি অনুকূল হলে তারা অনেক নতুন আবিষ্কার করে থাকে। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

**প্রশ্ন ৫।** জনাব আবু রায়হান একজন পরোপকারী ব্যক্তি। সমাজের সকলের সুখে-দুঃখে তিনি ভূমিকা রাখেন। সমাজের মানুষের কল্যাণে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় তিনি নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কাজ করেন। আবু রায়হানের চাচাত ভাই আবু আয়মানও একজন সামাজিক মানুষ। তিনিও সমাজের মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকেন, মানুষের সেবা করতে চান কিন্তু তিনি মনে করেন মানুষের সেবা করার জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া জরুরি। বয়সে ছোট হলেও তিনি অনেক সময় আবু রায়হান সাহেবের উপরও প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। তবে, আবু আয়মান একজন সৌন্দর্যপ্রিয় ও শিল্পমনা ব্যক্তিও বটে। তিনি সবসময়ই পরিপাটি থাকেন এবং সন্তানদের সেভাবে রাখতে পছন্দ করেন।

ক. মূল্যবোধ গঠনের প্রধান মাধ্যম কোনটি?

খ. মনোভাব মূল্যবোধের পূর্বশর্ত কীভাবে? গ. জনাব আবু রায়হান কোন ধরনের মূল্যবোধসম্পন্ন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত আবু আয়মানের বৈশিষ্ট্য কোন কোন মূল্যবোধ লক্ষ করা যায়? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

**ক** মূল্যবোধ গঠনের প্রধান মাধ্যম পরিবার।

**খ.** প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি একটি বিশেষ মনোভাব থাকে। মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব, যে কোনো কবি বা সাহিত্যিক প্রভৃতি ব্যক্তির প্রতি আমাদের একেক জনের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া রয়েছে। বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য মানুষ তার দিকে এগিয়ে যায়, আর শত্রুর প্রতি নেতিবাচক থাকার কারণে তার নিন্দা শুনলে খুশি হয়। পরিবেশের বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে সমাজীকরণের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে নানা প্রকার মনোভাব গড়ে উঠে। কতগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাসকে মূল্যবোধ বলে অভিহিত করা হয়। যেহেতু মনোভাবের সমন্বয়েই মূল্যবোধ গড়ে উঠে। তাই বলা যায় মনোভাবই মূল্যবোধের পূর্বশর্ত।

**গ** উদ্দীপকে জনাব আবু রায়হান সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন একজন ব্যক্তি। নিচে জনাব আবু রায়হানের মূল্যবোধ ব্যাখ্যা করা হলো- সামাজিক মূল্যবোধ : সমাজেই মানুষের বসবাস, তাই সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে জনগণের ভালোবাসা বা জনগণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতাই সব কিছু। সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সামাজিক ঘটনা বা আচরণের গুণারোপিত যা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সামাজিক সদস্যগণ মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ ধরনের ব্যক্তিদের কাছে মূল্যবোধের অর্থই পরার্থপরতার অধ্যয়ন অথবা দেশপ্রেমের অনুভূতি সর্বস্বতা যা পরিমেয়। এরা নিঃস্বার্থ, সহানুভূতিশীল, দয়াল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করতে চায়। সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্ব সামাজিক রীতি-নীতিকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং তা মেনে চলতে চায়। এরা সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভালোবাসা বজায় রাখতে নিবিড়ভাবে কাজ করে এবং সেক্ষেত্রেই তারা তাদের সামাজিক জীবনবোধ ও মূল্যবোধকে খুঁজে পায়। এরা নিজের স্বার্থের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয় না। এরা দয়ালু, সহানুভূতিশীল এবং নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে।



ঘ উদ্দীপকের আবু আয়মানের বৈশিষ্ট্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও নান্দনিক মূল্যবোধের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নিচে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করা হলো- উদ্দীপকে আবু আয়মানও সমাজের মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকেন, মানুষের সেবা করতে চান।

অপরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে তারা আনন্দ পায়। সামাজিক মূল্যবোধের অধিকারী ব্যক্তিগণ নিজ স্বার্থের বাইরে গিয়ে অন্য ব্যক্তি বা সমাজের স্বার্থের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করে ব্যক্তি সার্থক বোধ করে। পুষ্প যেমন নিজের জন্য ফোটে না তেমনি সামাজিক মূল্যবোধের অধিকারী ব্যক্তিরও সমাজের ব্যক্তিদের জন্য হয়ে থাকে। পরোপকারের মাধ্যমেই এ ধরনের ব্যক্তি আনন্দ লাভ করে। তিনি মানুষের সেবা করার জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় জরুরি মনে করেন। কারণ ক্ষমতায় থাকতে না পারলে দুর্বলের পাশে থাকা যায় না। অন্যের দ্বারা নিগ্রহিত হতে হয়। এছাড়াও আবু রায়হানের মধ্যে নান্দনিক মূল্যবোধ অর্থাৎ সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পমনা চরিত্রেরও বহিঃপ্রকাশ সুন্দরভাবে দেখেন। তিনি সব সময় পরিপাটি থাকেন এবং তার পরিবার ও সন্তানদেরও সেভাবে রাখতে পছন্দ করেন।

প্রশ্ন ৬। মারুফ সহজ-সরল জীবনযাপন করে। সে সৃষ্টি জগতের রহস্য খুঁজে বেড়ায় এবং স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিয়োজিত থাকে। নিজের এবং অন্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো কিছু করা থেকে বিরত থাকে। সমাজের লোকজন তাকে ভালো মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করে। মারুফের বন্ধু রহিম অত্যন্ত হিসাবী লোক। প্রতিটি কাজের মধ্যে সে লাভ-ক্ষতি হিসাব করে। নিজের প্রয়োজনের বাইরে কোনো কাজে নিজেকে যুক্ত করে না। সমাজের লোকজন তাকে একজন স্বার্থপর ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করে।

ক. মূল্যবোধ কী?

খ. সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে সন্তুষ্টি খোঁজা কোন ধরনের মূল্যবোধ?

গ. উদ্দীপকে মারুফের আচরণে যে মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে তার বর্ণনা দাও।

ঘ. মারুফ ও রহিমের মূল্যবোধের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।



## ৬নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** গুরুত্ব ও ভালো-মন্দের বিচার নিয়ন্ত্রিত হয় এবং চিন্তায় কেন্দ্রীভূত থাকে, ব্যক্তির এমন বিশ্বাসই হলো মূল্যবোধ ।

**খ** সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে সন্তুষ্টি খোঁজা তাত্ত্বিক ধরনের মূল্যবোধ । এ ধরনের মূল্যবোধে বিশ্বজগতে বাস্তব প্রয়োগ সত্য উদঘাটন ও সৃজনশীল বিশ্বাসের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে । এটি ব্যক্তির এমন এক ধরনের বিশ্বাস যা অভিজ্ঞতামূলক, সমালোচনামূলক বা বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তথ্য বা দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় । এ মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির শক্তিশালী যা আধিপত্য বিস্তৃতির আগ্রহ এবং সত্যের আবিষ্কারের প্রতি আগ্রহ থাকে । এ সত্যের পিছনে ছুটে ছুটে বেরিয়ে ব্যক্তি এক জ্ঞানমূলক মনোভাব গ্রহণ করে নিজের পরিচিতি খুঁজে বেড়ায় এবং অন্যের সাথে পার্থক্য খুঁজে বেড়ায় । তবে তাত্ত্বিক মূল্যবোধ বলতে উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন, বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিভাশালী বা তাত্ত্বিক শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তির মূল্যবোধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণতাকে বুঝায় না । এ ধরনের মূল্যবোধ বলতে মূলত সুবিন্যস্ত জ্ঞান ও সুসংহত নিয়ম-নীতির প্রতি আবদ্ধ থাকা ও কেন্দ্রীভূত বিশ্বাসকেই বুঝায় ।

**গ** উদ্দীপকে মারুফের আচরণে যে মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে তাহলো ধর্মীয় মূল্যবোধ । নিম্নে বর্ণনা করা হলো- ধর্মীয় চিন্তা-ধারণা-বিশ্বাস-অনুশাসন এর উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় । এ মূল্যবোধ ব্যক্তির এমন এক ধরনের বিশ্বাস, যা তার ধর্মীয় বিশ্বাস ও সৃষ্টিকর্তা এবং তার সৃষ্টির রহস্য তার চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত হয় । এ ধরনের মূল্যবোধে ব্যক্তির তার ধর্মীয় রীতি-নীতির একটি বিশেষ প্রতিফলন ঘটায় এবং তার সাথে স্থায়ী সুসংহতিকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে । এ মূল্যবোধের ব্যক্তির তাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত হয় । ধার্মিক লোকেরা সাধারণত নিজেকে বর্ণনা করার জন্য এর অন্তর্ভুক্ত ধর্মীয় ধারণাকে হৃদয়ঙ্গম করতে চায় এবং এরা চিরন্তন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব । এদের মানসিক গঠন

সম্পূর্ণভাবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃজনশীলতার দিকে থাকে। এধরনের ব্যক্তির প্রত্যেক ঘটনার মধ্যেই কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত খুঁজে পায়।

যা উদ্দীপকে মারুফ ও রহিমের মূল্যবোধ যথাক্রমে ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ। নিম্নে ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো-

ধর্মীয় চিন্তা-ধারণা-বিশ্বাস-অনুশাসন এর উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মূল্যবোধ ব্যক্তির এমন এক ধরনের বিশ্বাস, যা তার ধর্মীয় বিশ্বাস ও সৃষ্টিকর্তা এবং তার সৃষ্টির রহস্য তার চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরনের মূল্যবোধে ব্যক্তির তার ধর্মীয় রীতি-নীতির একটি বিশেষ প্রতিফলন ঘটায় এবং তার সাথে স্থায়ী সুসংহতিকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে। এ মূল্যবোধের ব্যক্তির তাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত হয়। ধার্মিক লোকেরা সাধারণত নিজেকে বর্ণনা করার জন্য এর অন্তর্ভুক্ত ধর্মীয় ধারণাকে হৃদয়ঙ্গম করতে চায় এবং এরা চিরন্তনী আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। এদের মানসিক গঠন সম্পূর্ণভাবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃজনশীলতার দিকে থাকে। এ ধরনের ব্যক্তির প্রত্যেক ঘটনার মধ্যেই কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত খুঁজে পায়।

পক্ষান্তরে, অর্থনৈতিক মূল্যবোধ মূলত ব্যক্তির অর্থ সম্পর্কিত আচার- আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অর্থনৈতিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধরনের মূল্যবোধে ব্যক্তি তার অর্থ উপার্জন, অর্থ সঞ্চয়, মিতব্যয়িতা ইত্যাদি প্রবণতার মাধ্যমে নিজেকে মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের দ্বারাই তার ব্যবসায়-বাণিজ্য বা পেশা নির্ধারিত হয়। এ মূল্যবোধের প্রভাবে ব্যক্তির আগ্রহ নির্দিষ্ট সম্পদের সঞ্চিতকরণ, সুখ্যাতির সুসজ্জিতকরণ এবং পরিকল্পনার দিকে ধাবিত হয়। এ ধরনের ব্যক্তির বাস্তববাদী হয়ে এবং থাকে। গবেষণায় দেখা যায়, অর্থ-সম্পদের প্রতি অধিক আগ্রহী এমন মনোভাব পোষণকারী ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে অর্থ। সম্পদের প্রতি কম আগ্রহী এমন মনোভাব পোষণকারী ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এ | ধরনের

অর্থনৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির। অনেক ক্ষেত্রেই নৈতিক | মূল্যবোধ বা রাজনৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে ।

**প্রশ্ন ৭ ।** জনাব সালাম সাহেব একজন বয়স্ক পরহেজগার ব্যক্তি । অপরদিকে তার বন্ধু মিতব্যয়ী সামাদ সাহেব সবকিছু টাকার মানদণ্ডে বিচার করেন । তার সন্তান লিটন জাকজমকপূর্ণ ও বিলাসী জীবনযাপন করতে পছন্দ করেন ।

ক. মূল্যবোধ কী?

খ. মূল্যবোধ গঠনে কৃষ্টির ভূমিকা কী?

গ. জনাব সালাম সাহেবের মধ্যে কোন ধরনের মূল্যবোধ বর্তমান? ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. উদ্দীপকে জনাব সামাদ সাহেবের মূল্যবোধ ও তার পুত্র লিটনের মূল্যবোধের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? তোমার মতামত দাও ।

### ৭নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** গুরুত্ব ও ভালো-মন্দের বিচার নিয়ন্ত্রিত হয় এবং চিন্তায় কেন্দ্রীভূত থাকে, ব্যক্তির এমন বিশ্বাসই হলো মূল্যবোধ ।

**খ** একটি সমাজে কিছু অনুমোদিত রীতি-নীতি আছে যা সকলকে মেনে চলতে হয় । সমাজের এ প্রচলিত নিয়ম-কানুনই হলো কৃষ্টি । মূল্যবোধ গঠনে কৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । সমাজে গৃহীত মূল্যবোধ সমাজের সদস্যদের মাঝে ব্যক্তির কাছে উপস্থাপিত হয় এবং ব্যক্তি সেগুলো সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জন করে । এভাবেই ব্যক্তির মূল্যবোধ তার সমাজ ও কৃষ্টির দ্বারা নির্ধারিত হয় । এ কারণেই এক একটি সমাজ বা কৃষ্টিতে এক এক ধরনের মূল্যবোধ প্রাধান্য পায় । সেজন্যই আমাদের দেশের মানুষের মূল্যবোধের সাথে ইউরোপ বা আমেরিকার লোকদের মূল্যবোধের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ।

**গ** উদ্দীপকে জনাব সালাম সাহেবের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ বর্তমান । নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো-  
ব্যাখ্যা : ধর্মীয় চিন্তা-ধারণা-বিশ্বাস-অনুশাসন এর উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় । এ মূল্যবোধ ব্যক্তির এমন এক ধরনের বিশ্বাস, যা তার ধর্মীয় বিশ্বাস ও সৃষ্টিকর্তা এবং তার

সৃষ্টির রহস্য তার চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরনের মূল্যবোধে ব্যক্তির তার ধর্মীয় রীতি-নীতির একটি বিশেষ প্রতিফলন ঘটায় এবং তার সাথে স্বীয় সসংহতিকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে। এ মূল্যবোধের ব্যক্তির তাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত হয়। ধার্মিক লোকেরা সাধারণত নিজেকে বর্ণনা করার জন্য এর অন্তর্ভুক্ত ধর্মীয় ধারণাকে হৃদয়ঙ্গম করতে চায় এবং এরা চিরন্তনী আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। এদের মানসিক গঠন সম্পূর্ণভাবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃজনশীলতার দিকে থাকে। এ ধরনের ব্যক্তির প্রত্যেক ঘটনার মধ্যেই। কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত খুঁজে পায়।

**ঘ.** উদ্দীপকে জনাব সামাদ সাহেবের ও তার পুত্র লিটনের মূল্যবোধ যথাক্রমে অর্থনৈতিক ও সৌন্দর্যবোধ মূল্যবোধ। পিতা ও পুত্রের মূল্যবোধে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান বলে আমি মনে করি। নিম্নে আমার মতামতের সপক্ষে আলোচনা করা হলো- উদ্দীপকে জনাব সামাদ সাহেব অর্থনৈতিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। অর্থনৈতিক মূল্যবোধ : অর্থনৈতিক মূল্যবোধ মূলত ব্যক্তির অর্থ সম্পর্কিত আচার-আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অর্থনৈতিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধরনের মূল্যবোধের ব্যক্তি তার অর্থ উপার্জন, অর্থ সঞ্চয়, মিতব্যয়িতা ইত্যাদি প্রবণতার মাধ্যমে নিজেকে মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের দ্বারাই তার ব্যবসা-বাণিজ্য বা পেশা নির্ধারিত হয়। এ মূল্যবোধের প্রভাবে ব্যক্তির আগ্রহ নির্দিষ্ট সম্পদের সঞ্চিতকরণ, সুখ্যাতির সুসজ্জিতকরণ এবং বাস্তব পরিকল্পনার দিকে ধাবিত হয়। এ ধরনের ব্যক্তির বাস্তববাদী হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা যায়, অর্থ-সম্পদের প্রতি অধিক আগ্রহী এমন মনোভাব পোষণকারী ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে অর্থ সম্পদের প্রতি কম আগ্রহী এমন মনোভাব পোষণকারী ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এ ধরনের অর্থনৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির অনেক ক্ষেত্রেই নৈতিক মূল্যবোধ বা রাজনৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে। এ ধরনের ব্যক্তির ধনকুবের হতে চায় তাই তারা ধনদেবতার উপাসনা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা

যায় যে, এ ধরনের ব্যক্তির যেন ঐতিহ্যময় ঈশ্বরকে অটেল ধন বা দানের অভিপ্রেত লক্ষ্য হিসেবে ধরে নেয়। পক্ষান্তরে, সামাদ সাহেবের পুত্র লিটন সৌন্দর্যবোধ মূল্যবোধে বিশ্বাসী।

নান্দনিক/সৌন্দর্যবোধ মূল্যবোধ : ব্যক্তিমাত্রই সৌন্দর্যপ্রিয় তথা সুন্দরের পূজারী। নান্দনিক বা সৌন্দর্য মূল্যবোধ হলো ব্যক্তির এমন এক ধরনের বিশ্বাস, যা তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুভূতির বা চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বা বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মূলত তার মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা ও আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির বিশ্বের সবকিছুর মধ্যে একটি ঐকতান সংবলিত চিন্তাধারার আকার গঠন করে ফেলে। যেখানে ঐক্য সেখানে তারা সুরের লয় খুঁজে পায়। নান্দনিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির মনে করে, একটি বস্তুকে মনোমুগ্ধকররূপে উপস্থাপিত করা, বস্তুটিকে সত্য হিসেবে চিহ্নিত করার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সৌন্দর্যবাদী ব্যক্তি সর্বদা জাঁকজমক, শক্তিমত্তার বিশিষ্ট পরিচয় চিহ্ন বা সম্মানসূচক চিহ্নগুলোকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতে চায়। উপরোক্ত আলোচনা হতে দেখা যায়, জনাব সামাদ সাহেব মিতব্যয়ী হলেও তার পুত্র জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাই বলা যায় যে তাদের মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

**প্রশ্ন ৮।** আনিকা, প্রিয়া এবং আমেনা তিনজনের বন্ধুত্ব খুব ভালো হলেও তাদের মূল্যবোধের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আনিকা খুব সহজেই সকল ধরনের মানুষের সাথে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। মানুষকে ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই সে জীবনের মূল্যবোধ খুঁজে পায়। অন্যদিকে প্রিয়া বাগান করতে ভালোবাসে গান শুনতে পছন্দ করে, সুযোগ পেলেই ঘুরতে চলে যায়। সে তার মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা ও আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর আমেনা সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। প্রতিটি ঘটনার মধ্যে সে সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পায়।

ক. মূল্যবোধ গঠনের ২টি মাধ্যমের নাম লিখ।

খ. “মূল্যবোধ হলো এক ধরনের আদর্শ”- ব্যাখ্যা কর।



গ. উদ্দীপকে প্রিয়ার আচরণে কোন ধরনের মূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয়েছে বর্ণনা কর।

ঘ. আনিকা এবং আমেনার মূল্যবোধের তুলনামূলক আলোচনা কর।

### চনং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মূল্যবোধ গঠনের ২টি মাধ্যমের নাম হলো— পরিবার ও বিদ্যালয় তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

**খ** মূল্যবোধ হলো এক ধরনের আদর্শ বা মানুষের ইচ্ছার একটি বিশেষ মানদণ্ড যার দ্বারা মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সমাজের মানুষের কাজের ভালো ও মন্দ বিচার হয়। একটি জনগোষ্ঠী সামাজিক আচরণগুলোর কোনটি ভালো কোনটি মন্দ সে সম্পর্কে এক অভিনব ধারণা পোষণ করে। প্রতিটি সমাজের নিজস্ব মূল্যবোধ রয়েছে। সমাজ জীবনে দীর্ঘদিন একত্রে বসবাস করা মানবীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এসব মূল্যবোধ গড়ে উঠে। এভাবে গড়ে উঠে ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত, আচার-ব্যবহারে মান, আচরণের সমাজ স্বীকৃত পন্থা ও পদ্ধতি এবং আচরণ মূল্যায়নের মাপকাঠি।

**গ.** উদ্দীপকে প্রিয়ার আচরণে নান্দনিক বা সৌন্দর্য মূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয়েছে। নিচে এ ধরনের মূল্যবোধের বর্ণনা দেওয়া হলো- ব্যক্তিমাত্রই সৌন্দর্যপ্রিয় তথা সুন্দরের পূজারি। নান্দনিক বা সৌন্দর্য মূল্যবোধ হলো ব্যক্তির এমন এক ধরনের বিশ্বাস, যা তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুভূতির বা চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বা বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মূলত তার মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা ও আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির বিশ্বের সবকিছুর মধ্যে একটি ঐকতান সংবলিত চিন্তাধারার আকার গঠন করে ফেলে। যেখানে ঐক্য সেখানে তারা সুরের লয় খুঁজে পায়। নান্দনিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির মনে করে, একটি বস্তুকে মনোমুগ্ধকররূপে উপস্থাপিত করা, বস্তুটিকে সত্য হিসেবে চিহ্নিত করার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সৌন্দর্যবাদী ব্যক্তি সর্বদা জাঁকজমক, শক্তিমত্তার বিশিষ্ট পরিচয় চিহ্ন বা সম্মানসূচক চিহ্নগুলোকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতে চায়।



ঘ. উদ্দীপকে আনিকার মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ এবং আমেনার মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ দেখা যায়। নিচে এ দু ধরনের মূল্যবোধের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো-

সামাজিক মূল্যবোধ : সমাজেই মানুষের বসবাস, তাই সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে জনগণের ভালোবাসা বা জনগণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতাই সব কিছু। সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সামাজিক ঘটনা বা আচরণের গুণারোপিত যা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সামাজিক সদস্যগণ মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ ধরনের ব্যক্তিদের কাছে মূল্যবোধের অর্থই পরার্থপরতার অধ্যয়ন অথবা দেশপ্রেমের অনুভূতি সর্বস্বতা যা পরিমেয়। এরা নিঃস্বার্থ, সহানুভূতিশীল, দয়ালু হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করতে চায়। সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্ব সামাজিক রীতি-নীতিকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং তা মেনে চলতে চায়। এরা সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভালোবাসা বজায় রাখতে নিবিড়ভাবে কাজ করে এবং সেক্ষেত্রেই তারা তাদের সামাজিক জীবনবোধ ও মূল্যবোধকে খুঁজে পায়। এরা নিজের স্বার্থের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয় না। এরা দয়ালু, সহানুভূতিশীল এবং নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ : ধর্মীয় চিন্তা-ধারণা-বিশ্বাস-অনুশাসন এর উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মূল্যবোধ ব্যক্তির এমন এক ধরনের বিশ্বাস, যা তার ধর্মীয় বিশ্বাস ও সৃষ্টিকর্তা এবং তার সৃষ্টির রহস্য তথা তার চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরনের মূল্যবোধে ব্যক্তির তার ধর্মীয় রীতি-নীতির একটি বিশেষ প্রতিফলন ঘটায় এবং তার সাথে স্বীয় সুসংহতিকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে। এ মূল্যবোধের ব্যক্তির তাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত হয়। ধার্মিক লোকেরা সাধারণত নিজেকে বর্ণনা করার জন্য এর অন্তর্ভুক্ত ধর্মীয় ধারণাকে হৃদয়ঙ্গম করতে চায় এবং এরা চিরন্তনী আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। এদের মানসিক গঠন সম্পূর্ণভাবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃজনশীলতার দিকে থাকে। এ ধরনের ব্যক্তির প্রত্যেক ঘটনার মধ্যেই কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত খুঁজে পায়।

**প্রশ্ন ৯।** দৃশ্যকল্প-১ : রহমান সাহেব একটি স্বনামধন্য কোম্পানির মালিক। তা সত্ত্বেও তার মধ্যে টাকা-পয়সার প্রতি কোনো লালসা নেই। তিনি সবসময় মানুষের উপকার করেন। অন্যকে সাহায্য করেই আনন্দ পান। নিজেকে নিয়ে কখনোই চিন্তা করেন না।

দৃশ্যকল্প-২ : সোবহান সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি ধন সম্পদের প্রতি বেশ আগ্রহী। অনেক সময় তিনি নৈতিকতা উপেক্ষা করে অর্থ উপার্জনের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

ক. ধর্মীয় মূল্যবোধ কী?

খ. মূল্যবোধের ৪টি বৈশিষ্ট্য লিখ।

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দৃশ্যকল্প ১ ও ২ এর মূল্যবোধ মানব আচরণে কি কি প্রভাব ফেলতে পারে? বিশ্লেষণ কর।

### ৯নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ধর্মীয় মূল্যবোধ হলো ব্যক্তির এমন এক ধরনের বিশ্বাস, যা তার ধর্মীয় বিশ্বাস ও সৃষ্টিকর্তা এবং তার সৃষ্টির রহস্য তথা অনুভূতি চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

**খ** মূল্যবোধের চারটি বৈশিষ্ট্য হলো-

১. মূল্যবোধ এক ধরনের আদর্শ।
২. মূল্যবোধ স্বাধীনভাবে গঠিত।
৩. মূল্যবোধ সামাজিক ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করে।
৪. মূল্যবোধের সাথে কৃষ্টি সম্পর্কযুক্ত।

**গ** উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ এ রহমান সাহেবের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

সমাজেই মানুষের বসবাস, তাই সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে জনগণের ভালোবাসা বা জনগণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতাই সব কিছু। সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সামাজিক ঘটনা বা আচরণের গুণারোপিত যা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সামাজিক সদস্যগণ মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ ধরনের ব্যক্তিদের কাছে মূল্যবোধের অর্থই পরার্থপরতার

অধ্যয়ন অথবা দেশপ্রেমের অনুভূতি সর্বস্বতা যা পরিমেয়। এরা নিঃস্বার্থ, সহানুভূতিশীল, দয়ালু হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করতে চায়। সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্ব সামাজিক রীতি-নীতিকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং তা মেনে চলতে চায়। এরা সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভালোবাসা বজায় রাখতে নিবিড়ভাবে কাজ করে এবং সেক্ষেত্রেই তারা তাদের সামাজিক জীবনবোধ ও মূল্যবোধকে খুঁজে পায়। এরা নিজের স্বার্থের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয় না। এরা দয়ালু, সহানুভূতিশীল এবং নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে।

**ঘ** উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ এ রহমান সাহেবের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ এবং দৃশ্যকল্প-২ এ সোবহান সাহেবের মধ্যে অর্থনৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। এ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ মানব আচরণে যে ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো- সামাজিক মূল্যবোধের প্রভাব : সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধগুলো জীবনচরণকে সুন্দর করে তোলে। তার সমাজীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কখনো ইতিবাচক আবার কখনো নেতিবাচক আচরণ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সামাজিক মূল্যবোধগুলোর প্রভাবে ব্যক্তি জীবনে সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার পাশাপাশি ব্যক্তির আচরণ সঠিক পথে পরিচালিত হয়। এর প্রভাবে সামাজিক জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত ও সংশোধিত হয়। ব্যক্তির মূল্যবোধগুলো তার আচরণে কখনো পরোক্ষভাবে আবার কখনো বা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। মূলত অন্যান্য সকল মূল্যবোধই সামাজিক মূল্যবোধের অংশ। কারণ ব্যক্তির আচরণ সমাজেই পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তির ধর্মীয় আচরণ সমাজ বা পরিবারের মাধ্যমেই সৃষ্টি। একইভাবে ব্যক্তির রাজনৈতিক মতাদর্শও সমাজ থেকে সৃষ্টি। অর্থাৎ সামাজিক আচরণের মাধ্যমেই ব্যক্তির সামাজিক মূল্যবোধ গঠিত হয়।

অর্থনৈতিক মূল্যবোধের প্রভাব : সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা অর্থ উপার্জন, সঞ্চয় সতর্ক এবং মিতব্যয়ী। এ ধরনের ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এ ব্যক্তিদের কাছে অর্থই সবচেয়ে বড় বিষয়। তারা বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন,

বাজারজাতকরণ, দ্রব্যের ভোগ সাধন ইত্যাদির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। এরা টিভিতে অর্থনৈতিক সংবাদ, শেয়ার বাজারের খবর বেশি দেখে। অর্থনৈতিক মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিরা নৈতিকতা বা অনৈতিকতার বিচার না করে অর্থের উৎস খুঁজে ও উপার্জনে ব্যস্ত থাকে। অনেক সময় ব্যক্তির আচরণে অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সাথে অন্যান্য মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। যেমন— অর্থবান ব্যক্তিদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ অর্থ ও বিভ্রাটবিশী ব্যক্তিদের মসজিদ, মন্দিরে দান করতে বেশি দেখা যায়। এরা ধন- সম্পদের দ্বারা সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায় এবং তাত্ত্বিক জ্ঞান তাদের কাছে তুচ্ছ। উপরোক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, মানব আচরণে উক্ত মূল্যবোধ দুটির প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ১০।** রায়হান সাহেব একজন সাধারণ চাকরিজীবী, সৎ এবং ধর্মপরায়ণ, আর্থিক অনটনের মধ্যে থেকেও সন্তানরা ভালো পড়াশোনা করেছে। কারণ বড় সন্তানের ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে সে ধনী হবে। বাবা-মা এর কষ্ট দূর করবে। আর ছোট সন্তানের ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে মানুষের সেবা করবে। সত্যিই আজ তাদের আশা পূরণ হয়েছে। বড় সন্তান ব্যবসা-বাণিজ্য করে গাড়ি, বাড়ি করেছে। আবার এলাকার কাউন্সিলর আর ছোট ছেলে চিকিৎসক হয়ে সপ্তাহে ১ দিন নিজ গ্রামে যেয়ে গরিব মানুষদের বিনা অর্থে চিকিৎসা করেন এবং অন্যান্য খবরাখবর জেনে সাহায্য করেন। বাবার মতো তারা আবার ধর্মপরায়ণও

ক. মূল্যবোধ কী?

খ. সৌন্দর্য মূল্যবোধ বলতে কী বুঝায়?

গ. রায়হান সাহেবের বড় ছেলের মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা কর।

ঘ. রায়হান সাহেবের দুই ছেলের মূল্যবোধ এক না ভিন্ন বিশ্লেষণ কর।

### ১০নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** গুরুত্ব ও ভালো মন্দের বিচার নিয়ন্ত্রিত হয় এবং চিন্তায় কেন্দ্রীভূত থাকে, ব্যক্তির এমন বিশ্বাসই হলো মূল্যবোধ।

**খ.** সৌন্দর্য মূল্যবোধ হলো ব্যক্তির এমন এক ধরনের বিশ্বাস, যা তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুভূতির বা চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বা বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মূলত মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা ও আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তারা বিশ্বের সবকিছুর মধ্যে একটি ঐকতান সংবলিত চিন্তাধারার আকার গঠন করে ফেলে। সৌন্দর্য মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির মনে করে, একটি বস্তুকে মনোমুগ্ধকররূপে উপস্থাপিত করা, বস্তুটিকে সত্য হিসেবে চিহ্নিত করার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা সর্বদা জাঁকজমক, শক্তিমত্তার বিশিষ্ট পরিচয় চিহ্ন বা সম্মানসূচক চিহ্নগুলোকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতে চায়।

**গ.** উদ্দীপকে রায়হান সাহেবের বড় ছেলের মূল্যবোধ হলো অর্থনৈতিক মূল্যবোধ। এছাড়াও তার মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধও দৃশ্যমান। নিচে রায়হান সাহেবের মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ : অর্থনৈতিক মূল্যবোধ মূলত ব্যক্তির অর্থ সম্পর্কিত আচার-আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অর্থনৈতিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধরনের মূল্যবোধের ব্যক্তি তার অর্থ উপার্জন, অর্থ সঞ্চয়, মিতব্যয়িতা ইত্যাদি প্রবণতার মাধ্যমে নিজেকে মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের দ্বারাই তার ব্যবসা-বাণিজ্য বা পেশা নির্ধারিত হয়। এ মূল্যবোধের প্রভাবে ব্যক্তির আগ্রহ নির্দিষ্ট সম্পদের সঞ্চীতকরণ, সুখ্যাতির সুসজ্জিতকরণ এবং বাস্তব পরিকল্পনার দিকে ধাবিত হয়। এ ধরনের ব্যক্তির বাস্তববাদী হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা যায়, অর্থ-সম্পদের প্রতি অধিক আগ্রহী এমন মনোভাব পোষণকারী ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে অর্থ সম্পদের প্রতি কম আগ্রহী এমন মনোভাব পোষণকারী ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এ ধরনের অর্থনৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির অনেক ক্ষেত্রেই নৈতিক মূল্যবোধ বা রাজনৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে। এ ধরনের ব্যক্তির ধনকুবের হতে চায় তাই তারা ধনদেবতার উপাসনা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এ



ধরনের ব্যক্তির। যেন ঐতিহ্যময় ঈশ্বরকে অটেল ধন বা দানের অভিপ্রেত লক্ষ্য হিসেবে ধরে নেয়। এছাড়াও রায়হান সাহেবের বড় ছেলে এলাকার একজন কাউন্সিলর। তাই জনগণের ভালোবাসা বা জনগণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতাই সবকিছু। যা তার সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন গুণাবলিরই বহিঃপ্রকাশ এ ধরনের ব্যক্তিদের কাছে মূল্যবোধের অর্থই পরার্থপরতার অধ্যয়ন অথবা দেশপ্রেমের অনুভূতি সর্বস্বতা যা পরিমেয়। এ ধরনের ব্যক্তির দয়ালু, সহানুভূতিশীল এবং নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে। এরা সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সু-সম্পর্ক ও ভালোবাসা বজায় রাখতে নিবিড়ভাবে কাজ করে থাকে। অপরদিকে রায়হান সাহেবের বড় ছেলে পিতার মতো ধর্মপরায়ণ, হওয়ায় তার মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধও দেখা যায়। এ ধরনের মূল্যবোধ, সম্পন্ন ব্যক্তির তার ধর্মীয় রীতি-নীতির একটি বিশেষ প্রতিফলন ঘটায় এবং তার সাথে স্থায়ী সুসংহতিকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে।

**ঘ** উদ্দীপকে রায়হান সাহেবের দুই ছেলের মধ্যে বড় ছেলে, অর্থনৈতিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী হলেও তার মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধও দেখা যায়। অপরদিকে ছোট ছেলে সামাজিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং তার মধ্যেও ধর্মীয় মূল্যবোধ দৃশ্যমান। যেহেতু দুজনের পিতা ধার্মিক ছিলেন। তাই জন্মগতভাবেই ধর্মীয় মূল্যবোধ দুজনের মধ্যেই বিদ্যমান। কিন্তু তাদের মূল মূল্যবোধ হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক। তাই বলা যায় রায়হান সাহেবের দুই ছেলের মূল্যবোধ ভিন্ন- নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ : অর্থনৈতিক মূল্যবোধ মূলত ব্যক্তির অর্থ সম্পর্কিত আচার-আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অর্থনৈতিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধরনের মূল্যবোধের ব্যক্তি তার অর্থ উপার্জন, অর্থ সঞ্চয়, মিতব্যয়িতা ইত্যাদি প্রবণতার মাধ্যমে নিজেকে মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের দ্বারাই তার ব্যবসা-বাণিজ্য বা পেশা নির্ধারিত হয়। এ মূল্যবোধের প্রভাবে ব্যক্তির আগ্রহ নির্দিষ্ট সম্পদের সজ্জিতকরণ, সুখ্যাতির সুসজ্জিতকরণ এবং বাস্তব পরিকল্পনার দিকে ধাবিত হয়। এ ধরনের ব্যক্তির বাস্তববাদী- হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা যায়, অর্থ-সম্পদের প্রতি অধিক আগ্রহী; এমন মনোভাব পোষণকারী



ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে অর্থ- সম্পদের প্রতি কম আগ্রহী এমন মনোভাব পোষণকারী ব্যক্তির, অর্থনৈতিক মূল্যবোধের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এ ধরনের অর্থনৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির অনেক ক্ষেত্রেই নৈতিক মূল্যবোধ বা রাজনৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে। এ ধরনের ব্যক্তির ধনকুবের হতে চায় তাই তারা ধনদেবতার উপাসনা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এ ধরনের ব্যক্তির যেন ঐতিহ্যময় ঈশ্বরকে অটেল ধন বা দানের অভিপ্রেত লক্ষ্য হিসেবে ধরে নেয়।

সামাজিক মূল্যবোধ : সমাজেই মানুষের বসবাস, তাই সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে জনগণের ভালোবাসা বা জনগণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতাই সব কিছু। সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সামাজিক ঘটনা বা আচরণের গুণারোপিত যা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সামাজিক সদস্যগণ মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ ধরনের ব্যক্তিদের কাছে মূল্যবোধের অর্থই পরার্থপরতার অধ্যয়ন অথবা দেশপ্রেমের অনুভূতি সর্বস্বতা যা পরিমেয়। এরা নিঃস্বার্থ, সহানুভূতিশীল, দয়ালু হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করতে চায়। সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্ব সামাজিক রীতি-নীতিকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং তা মেনে চলতে চায়। এরা সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভালোবাসা বজায় রাখতে নিবিড়ভাবে কাজ করে এবং সেক্ষেত্রেই তারা তাদের সামাজিক জীবনবোধ ও মূল্যবোধকে খুঁজে পায়। এরা নিজের স্বার্থের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয় না। এরা দয়ালু, সহানুভূতিশীল এবং নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে যেহেতু বড় ছেলে ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখে এবং বাবা-মার কষ্ট দূর করতে চায় এবং ছোট ছেলে চিকিৎসক হয়ে মানুষের সেবা করতে চায়। তাই তাদের মূল্যবোধ যথাক্রমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক। তাই বলা যায়, রায়হান সাহেবের দুই ছেলের মূল্যবোধ ভিন্ন।

**প্রশ্ন ১১।** জামালউদ্দীনের জীবনে তার বাবা মায়ের প্রভাব খুব বেশি। তাই সে তার বাবা মাকে সবসময় অনুসরণ করে এবং বাবা মা তাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবেই নিজেকে পরিচালিত করে। সে খুব মিশুক প্রকৃতির এবং মানুষকে খুব ভালোবাসে। সকলের বিপদে-আপদে এগিয়ে আসে। তাই সকলের সাথেই তার বন্ধুত্ব এবং সকলেই তাকে ভালোবাসে। সে একইসাথে খুব ধার্মিক। সৃষ্টিকর্তার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস এবং সে ধর্মীয় নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে পালন করে।

ক. মূল্যবোধের সংজ্ঞা দাও।

খ. মূল্যবোধের সাথে মনোভাবের সম্পর্ক দেখাও।

গ. জামালউদ্দীনের মূল্যবোধ গঠনের ক্ষেত্রে যে মাধ্যমটি কাজ করেছে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জামালউদ্দীনের মধ্যে কোন ধরনের মূল্যবোধ রয়েছে? মানব আচরণে এদের প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

### ১১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মূল্যবোধ হলো ব্যক্তির এমন এক ধরনের বিশ্বাস, যার দ্বারা তার আচার-আচরণ ও ভালো-মন্দের বিচার নিয়ন্ত্রিত হয়।

**খ** মূল্যবোধের সাথে মনোভাবের সম্পর্ক নিম্নরূপ— মনোভাব মূল্যবোধের অংশবিশেষ।

মনোভাবের সংখ্যার চেয়ে মূল্যবোধের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। মূল্যবোধ ও মনোভাব দুই-ই পরিবর্তনশীল। কিন্তু মনোভাবের তুলনায় মূল্যবোধ অপেক্ষাকৃত কম পরিবর্তনশীল। কেননা কৃষ্টি মূল্যবোধের ধারক বলেই সম্ভবত মূল্যবোধের স্থিতিশীলতা অপেক্ষাকৃত বেশি। সমাজে কৃষ্টি, এমনকি পরিবেশভেদে ব্যক্তির মধ্যে মূল্যবোধের তারতম্য দেখা যায়।

**গ** উদ্দীপকে জামাল উদ্দীনের মূল্যবোধ গঠনের ক্ষেত্রে যে মাধ্যমটি কাজ করেছে তা হলো পরিবার। নিচে মূল্যবোধ গঠনের ক্ষেত্রে মাধ্যমটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো-

জন্ম লাভের পর শিশুর প্রথম আশ্রয়স্থল হচ্ছে পরিবার। পরিবারের মধ্যেই শিশুর প্রথম মানসিক জগৎ, মৌলিক ধারণা এবং বিশ্বাস জন্ম নেয়। পিতা-মাতার সু-সম্পর্ক শিশুর মূল্যবোধ গঠনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পিতা-মাতা ছেলেমেয়েদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখলে এবং তাদের মূল্যবোধ সম্পর্কিত ধারণাগুলো ছেলেমেয়েদের সাথে আলোচনা করলে মূল্যবোধগুলো ছেলেমেয়েদের জীবনে প্রতিফলিত হবে। আবার যদি ব্যস্ততার দরুন বাবা-মা ছেলেমেয়েদের সময় না দেয়, তাদের সাথে মেশার সুযোগ না দেয়, তাদের সাথে মেশার সুযোগ না পায় এ ধরনের পরিবারের শিশুদের মধ্যে নেতিবাচক আদর্শ ও বিশ্বাস গড়ে ওঠে।

বাবা-মা যদি ছেলেমেয়েদের অতি আদর বা অতিরক্ষণশীলতার মধ্যে বড় করতে চায় তবে তার নেতিবাচক প্রভাব মূল্যবোধ গঠনে পড়ে থাকে। ছেলেমেয়েরা হঠকারী হয়ে পড়ে, তারা আগ্রাসী আচরণ করতে পারে এবং অন্যের প্রতি বেপরোয়া মনোভাব প্রদর্শন করে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক, রাজনৈতিক, নান্দনিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি মূল্যবোধ গঠনের ভিত্তি হচ্ছে পরিবার। মা- বাবা ও ভাইবোনের সাথে সু-সম্পর্ক শিশুর মূল্যবোধ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে।

যদি উদ্দীপকে জামাল উদ্দীনের মধ্যে দুই ধরনের মূল্যবোধ দেখা যায়। একটি সামাজিক মূল্যবোধ এবং অপরটি ধর্মীয় মূল্যবোধ। নিচে মানব আচরণে মূল্যবোধ দুটির প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো-

সামাজিক মূল্যবোধের প্রভাব : সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধগুলো জীবনাচরণকে সুন্দর করে তোলে। তার সমাজীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কখনো ইতিবাচক আবার কখনো নেতিবাচক আচরণ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সামাজিক মূল্যবোধগুলোর প্রভাবে ব্যক্তি জীবনে সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার পাশাপাশি ব্যক্তির আচরণ সঠিক পথে পরিচালিত হয়। এর প্রভাবে সামাজিক জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত ও সংশোধিত হয়। ব্যক্তির

মূল্যবোধগুলো তার আচরণে কখনো পরোক্ষভাবে আবার কখনো বা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। মূলত অন্যান্য সকল মূল্যবোধই সামাজিক মূল্যবোধের অংশ। কারণ ব্যক্তির আচরণ সমাজেই পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তির ধর্মীয় আচরণ সমাজ বা পরিবারের মাধ্যমেই সৃষ্টি। একইভাবে ব্যক্তির রাজনৈতিক মতাদর্শও সমাজ থেকে সৃষ্টি। অর্থাৎ সামাজিক আচরণের মাধ্যমেই ব্যক্তির সামাজিক মূল্যবোধ গঠিত হয়।

ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রভাব : পরিবারের মাধ্যমেই ব্যক্তি মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধ পেয়ে থাকে।

আচরণ প্রকাশের ক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষভাবে প্রকাশ পায়। যেমন- একজন মুসলিম পরিবারের ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তাকে 'আল্লাহ' বলে ডাকবে আবার একজন খ্রিস্টান ব্যক্তি 'ঈশ্বর' বলবে। অর্থাৎ আমাদের কথা- বার্তা, আচার-আচরণে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রকাশিত হয়। এ ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণেই বিভিন্ন ব্যক্তি সন্ন্যাস জীবন ধারণ করে আবার কেউ বা মসজিদের ইমাম হতে চায়। এক্ষেত্রে তারা আচরণে ধর্মীয় বিষয়কে সম্পৃক্ত করে এবং তাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করে। বর্তমান বিশ্বে এ ধর্মীয় মূল্যবোধের পার্থক্যের কারণেই বা ধর্মীয় ব্যবস্থাকে অপব্যবহার ও নিজেদের স্বার্থে মূল ধর্মীয় চেতনাকে পরিবর্তন করার কারণেই বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় দাঙ্গা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ ভারতের গুজরাট রাজ্যের দাঙ্গা, মায়ানমারের ধর্মীয় দাঙ্গা উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, মানব আচরণে উক্ত মূল্যবোধ দুটির প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ১২।** জনাব মতিন একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি নিয়ম, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। পরম সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য প্রচণ্ড ইচ্ছা তাকে সর্বদা তাড়িয়ে বেড়ায়। অন্যদিকে তার বন্ধু জনাব সুমন সর্বদা সকলের ওপর প্রভাব পূর্ণ বিস্তার করে চলতে চান। কারণ সুমনের বাবা ছিল চেয়ারম্যান। যে কোন কাজ সুমনের নেতৃত্বে পরিচালিত হলে খুশি হন। বিভিন্ন সমস্যায় নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করাকে তিনি অধিক

পছন্দ করেন। সমাজে সবার উপর প্রভাব খাটানোর প্রবণতা তার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক।

ক. মূল্যবোধ কী?

খ. 'বিদ্যালয়কে' মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম বলা হয় কেন?

গ. জনাব মতিনের মধ্যে কোন ধরনের মূল্যবোধ বর্তমান, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনাব মতিনের ও সুমনের মূল্যবোধের মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়?

সুমনের মূল্যবোধের যথার্থ ব্যাখ্যা কর।

### ১২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** গুরুত্ব ও ভালো-মন্দের বিচার নিয়ন্ত্রিত হয় এবং চিন্তায় কেন্দ্রীভূত থাকে। ব্যক্তির এমন বিশ্বাসই হলো মূল্যবোধ।

**খ** 'বিদ্যালয়কে' মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম বলা হয় কারণ— বৃহত্তর সামাজিক পরিমণ্ডলের প্রথম ধাপ হচ্ছে বিদ্যালয় যেখানে শিশু মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম হিসেবে পায় তার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সমবয়সীদের। এছাড়াও বয়সে ছোট ও বড় অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও তার মূল্যবোধ গঠনে কমবেশি প্রভাব বিস্তার করে। শ্রেণিকক্ষ শিশুর মতামত, মনোভাব, তার রাজনৈতিক, সামাজিক, তাত্ত্বিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে তারা তাত্ত্বিক মূল্যবোধ গঠনের প্রয়াস পায়। সমবয়সীদের সাথে মেলামেশার প্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক মূল্যবোধও গঠিত হয়।

**গ** উদ্দীপকে জনাব মতিনের মধ্যে তাত্ত্বিক মূল্যবোধ বর্তমান। নিচে তাত্ত্বিক মূল্যবোধ ব্যাখ্যা করা হলো—

তাত্ত্বিক মূল্যবোধ : যেসব মূল্যবোধের মাধ্যমে এ বিশ্বজগতে বাস্তব প্রয়োগ; সত্য উদঘাটন ও সৃজনশীল বিশ্বাসের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তাকে তাত্ত্বিক মূল্যবোধ বলে। এটি ব্যক্তির এমন এক ধরনের বিশ্বাস, যা অভিজ্ঞতামূলক, সমালোচনামূলক বা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তথ্য বা দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির শক্তিশালী বা আধিপত্য বিস্তারিত আগ্রহ এবং সত্যের আবিষ্কারের প্রতি আগ্রহ



থাকে । এ সত্যের পিছনে ছুঁটে বেড়িয়ে ব্যক্তি এক জ্ঞানমূলক মনোভাব গ্রহণ করে নিজের পরিচিতি খুঁজে বেড়ায় এবং অন্যের সাথে পার্থক্য খুঁজে বেড়ায় । তবে তাত্ত্বিক মূল্যবোধ বলতে উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিভাশালী বা তাত্ত্বিক শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তির মূল্যবোধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণতাকে বুঝায় না । এ ধরনের মূল্যবোধ বলতে মূলত সুবিন্যস্ত জ্ঞান ও সুসংহত নিয়ম-নীতির প্রতি আবদ্ধ থাকা ও কেন্দ্রীভূত বিশ্বাসকেই বুঝায় । তাত্ত্বিক মূল্যবোধের ব্যক্তির অনেকটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বা অনেকটা দার্শনিক ।

**ঘ** উদ্দীপকে জনাব মতিন ও সুমনের মূল্যবোধ যথাক্রমে তাত্ত্বিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ । দুজনের মূল্যবোধের মধ্যে নিয়ম- নীতির ও শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । নিচে সুমনের মূল্যবোধের যথার্থ ব্যাখ্যা করা হলো-

রাজনৈতিক মূল্যবোধ : যে মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক আদর্শ ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে তাই রাজনৈতিক মূল্যবোধ । এ রাজনৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব । সেক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিদের মূল্যবোধ অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের মূল্যবোধের সাথে পার্থক্য থাকে এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির সাধারণত নেতৃত্বপ্রিয় । নেতৃত্ব প্রদানই তাদের আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা । তবে রাজনৈতিক সংকীর্ণ পরিসরেই এদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকে । গবেষকদের মতে, ব্যক্তির মধ্যে জাতিগত মতভেদ রাজনৈতিক মূল্যবোধের সৃষ্টি করে । ব্যক্তির রাজনৈতিক মূল্যবোধের পিছনে তার পূর্ব সংস্কার, পছন্দ অপছন্দ, বিশ্বাসসমূহ কাজ করে । প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামপূর্ণ জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । রাজনৈতিক মূল্যবোধের লোকেরা পুরোপুরি শক্তিমত্তার মূল্যবোধ খুঁজে । ক্ষমতা, নেতৃত্ব দান, পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে এরা নিয়ন্ত্রিত হয় ।

অর্থাৎ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায় যে, সুমনের রাজনৈতিক মূল্যবোধ যথার্থ ।



**প্রশ্ন ১৩।** জনাব আকাশ সাহেব একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি নিয়ম, নিষ্ঠা ও -শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। পরম সত্যকে উপলব্ধি করার প্রচণ্ড ইচ্ছা তাকে সর্বদা তাড়িয়ে বেড়ায়। অন্যদিকে তার বন্ধু জনাব আহসান সাহেব সর্বদা সকলের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চরতে চান। কারণ আহসানের বাবা ছিল রাজনৈতিক দলের নেতা। যে কোনো কাজ আহসানের নেতৃত্বে পরিচালিত হলে খুশি হন। সমাজে সবার উপর প্রভাব খাটানোর প্রবণতা তার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক।

**ক. মূল্যবোধ কী?**

**খ. মূল্যবোধ গঠনে সমবয়সীদের ভূমিকা কী?**

**গ. জনাব আহসান সাহেবের মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম কী? ব্যাখ্যা কর।**

**ঘ. জনাব আকাশ ও আহসানের মূল্যবোধের ধরন একই না ভিন্ন ভিন্ন? বিশ্লেষণ কর।**

### ১৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** গুরুত্ব ও ভালো-মন্দের বিচার নিয়ন্ত্রিত হয় এবং চিন্তায় কেন্দ্রীভূত থাকে, ব্যক্তির এমন বিশ্বাসই হলো মূল্যবোধ।

**খ** মূল্যবোধ গঠনে সমবয়সী দল অর্থাৎ খেলার সাথীদের গুরুত্বপূর্ণ। প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সমবয়সীদের নিন্দা, প্রশংসা, সমর্থন সবকিছুর প্রতি শিশুরা সংবেদনশীল হয়ে থাকে। সঙ্গীদের প্রভাবে শিশুর সামাজিক প্রবণতা, আবেগীয় নিয়ন্ত্রণ ও মনোভাব বিকশিত হয়ে থাকে। একটি শিশু বা কিশোর, অন্য একজন শিশু-কিশোরের মনোভাবের নির্ধারিত হিসেবে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে। সাথীদের প্রভাব অল্প বয়সে ফলপ্রসূ হয়।

**গ** জনাব আহসান সাহেবের মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম হলো পরিবার। ব্যক্তির সামাজিক শিক্ষণের প্রথম ও সর্বপ্রধান মাধ্যম হলো তার পরিবার। মূলত পরিবারেই ব্যক্তির সামাজিক শিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। একক পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন এবং যৌথ পরিবারে এদের দাদা-দাদী, চাচা, ফুপু এবং আরও নানা সম্পর্কের সদস্য নিয়ে গঠিত হয় পারিবারিক পরিবেশ। এমনি একটি পরিবেশেই শুরু হয় শিশুর মূল্যবোধ গঠন। শিশু যে

ব্যক্তির উপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল থাকে তিনি তার মা। এ মায়ের মূল্যবোধ দ্বারা শিশুর মূল্যবোধ প্রভাবিত হয় অথবা গঠন শুরু হয়। শিশুর সকল মূল্যবোধ সৃষ্টিতে মায়ের মুখ্য ভূমিকা থাকে। শিশুর বিভিন্ন চাহিদা নিবৃত্তির উৎস হিসেবে শিশু তার পিতাকে পায়। ফলে পিতাও শিশুর মূল্যবোধ সৃষ্টিতে অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। পিতা-মাতার ধর্ম এবং ধর্মীয় মনোভাব শিশুর ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করে।

**ঘ** জনাব আকাশ ও আহসানের মূল্যবোধের ধরণ ভিন্ন প্রকৃতির। অর্থাৎ আকাশের মূল্যবোধ ধর্মীয় এবং আহসানের মূল্যবোধ রাজনৈতিক। নিচে উভয় মূল্যবোধের ভিন্নতা আলোচনা করা হলো-

ধর্মীয় মূল্যবোধ : ধর্মীয় মূল্যবোধ ব্যক্তির আচরণে স্থিতিশীলতা আনে। সৃষ্টিকর্তার প্রতি ব্যক্তির অগাধ বিশ্বাস থাকে। সে মনে সৃষ্টিকর্তার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে চাকরি, ব্যবসায় অংশ নিলে প্রকৃত সুখ-শান্তি পাওয়া যাবে। এ ধরনের বিশ্বাস থেকে তারা সন্তানের প্রতি কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য, আত্মীয়-স্বজনের কর্তব্য, দরিদ্রদের প্রতি দায়িত্ব, সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে থাকে। এভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ ব্যক্তি আচরণে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

রাজনৈতিক মূল্যবোধ : রাজনৈতিক মূল্যবোধের প্রভাবে ব্যক্তি ক্ষমতার প্রতি আকৃষ্ট হয়, ভালো বক্তব্য রাখার চেষ্টা করে, অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। ফলে সমাজের মানুষ রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠে। কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে সমাজের কিছু মানুষের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আবার অন্য দলের প্রতিও মানুষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজে সুস্থ ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রভাবে মানুষের শিক্ষা, নৈতিকতা, ব্যক্তিত্ব, মনোভাব-এসব গড়ে উঠে। অন্যদিকে অসুস্থ ও স্বৈরতান্ত্রিক রাজনীতির প্রভাবে ব্যক্তির আচরণে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়, দেখা দেয় সন্ত্রাস, সহিংসতা ও মারামারি। এতে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝায়, জবান আহসাবের মূল্যবোধের ধরন ভিন্ন প্রকৃতির।

**প্রশ্ন ১৪।** রহিম সর্বদা অজানাকে জানতে চায় নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চায়। তার বন্ধু রিটন সর্বদা অন্যের উপর প্রভাব খাটাতে চায়, যে কোনো বিষয়েই বক্তব্য রাখতে চায় এবং সে ধন সম্পদে বেশ আগ্রহী।

ক. মূল্যবোধ কাকে বলে?

খ. মূল্যবোধ গঠনে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ. রহিমের মধ্যে যে মূল্যবোধ বিদ্যমান তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রিটনের মধ্যে যে সব মূল্যবোধ লক্ষ করা যায় তার তুলনামূলক আলোচনা কর।

### ১৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** কতকগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাসকে মূল্যবোধ বলে।

**খ.** ব্যক্তির সামাজিক শিক্ষণের প্রথম ও সর্বপ্রধান মাধ্যম হলো তার পরিবার। মূলত পরিবারেই ব্যক্তির সামাজিক শিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। একক পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন এবং যৌথ পরিবারে এদের দাদা-দাদী, চাচা, ফুপু এবং আরও নানা সম্পর্কের সদস্য নিয়ে গঠিত হয় পারিবারিক পরিবেশ। এমনি একটি পরিবেশেই শুরু হয় শিশুর মূল্যবোধ গঠন।

শিশু যে ব্যক্তির উপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল থাকে তিনি তার মা। এ মায়ের মূল্যবোধ দ্বারা শিশুর মূল্যবোধ প্রভাবিত হয় অথবা গঠন শুরু হয়। শিশুর সকল মূল্যবোধ সৃষ্টিতে মায়ের মুখ্য ভূমিকা থাকে। শিশুর বিভিন্ন চাহিদা নিবৃত্তির উৎস হিসেবে শিশু তার পিতাকে পায়। ফলে পিতাও শিশুর মূল্যবোধ সৃষ্টিতে অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। পিতা-মাতার ধর্ম এবং ধর্মীয় মনোভাব শিশুর ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। এ কারণেই মূল্যবোধ গঠনে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

**গ.** রহিমের মধ্যে তাত্ত্বিক মূল্যবোধ বিদ্যমান। নিচে ব্যাখ্যা করা হলো- যেসব মূল্যবোধের মাধ্যমে এ বিশ্বজগতে বাস্তব প্রয়োগ, সত্য উদ্ঘাটন ও সৃজনশীল বিশ্বাসের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তাকে তাত্ত্বিক মূল্যবোধ বলে। এটি ব্যক্তির এমন এক

ধরনের বিশ্বাস, যা অভিজ্ঞতামূলক, সমালোচনামূলক বা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তথ্য বা দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির শক্তিশালী বা আধিপত্য বিস্তৃতির আগ্রহ এবং সত্যের আবিষ্কারের প্রতি আগ্রহ থাকে। এ সত্যের পিছনে ছুটে বেড়িয়ে ব্যক্তি এক জ্ঞানমূলক মনোভাব গ্রহণ করে নিজের পরিচিতি খুঁজে বেড়ায় এবং অন্যের সাথে পার্থক্য খুঁজে বেড়ায়। তবে তাত্ত্বিক মূল্যবোধ বলতে উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিভাশালী বা তাত্ত্বিক শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তির মূল্যবোধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণতাকে বুঝায় না। এ ধরনের মূল্যবোধ বলতে মূলত সুবিন্যস্ত জ্ঞান ও সুসংহত নিয়ম-নীতির প্রতি আবদ্ধ থাকা ও কেন্দ্রীভূত বিশ্বাসকেই বুঝায়। তাত্ত্বিক মূল্যবোধের ব্যক্তির অনেকটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বা অনেকটা দার্শনিক।

**ঘ** উদ্দীপকে রিটনের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ লক্ষ্য করা যায়। নিচে এ মূল্যবোধ দুইটির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো-

যে মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক আদর্শ ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে তাই রাজনৈতিক মূল্যবোধ। এ রাজনৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব। সেক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিদের মূল্যবোধ অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের মূল্যবোধের সাথে পার্থক্য থাকে এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির সাধারণত নেতৃত্বপ্রিয়। নেতৃত্ব প্রদানই তাদের আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা। তবে রাজনৈতিক সংকীর্ণ পরিসরেই এদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকে। গবেষকদের মতে, ব্যক্তির মধ্যে জাতিগত মতভেদ রাজনৈতিক মূল্যবোধের সৃষ্টি করে। ব্যক্তির রাজনৈতিক মূল্যবোধের পিছনে তার পূর্ব সংস্কার, পছন্দ অপছন্দ, বিশ্বাসসমূহ কাজ করে। এরা প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামপূর্ণ জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রাজনৈতিক মূল্যবোধের লোকেরা পুরোপুরি শক্তিমত্তার মূল্যবোধ খুঁজে। ক্ষমতা, নেতৃত্ব দান, পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে এরা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থনৈতিক মূল্যবোধ মূলত ব্যক্তির অর্থ সম্পর্কিত আচার-আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অর্থনৈতিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধরনের

মূল্যবোধের ব্যক্তি তার অর্থ উপার্জন, অর্থ সঞ্চয়, মিতব্যয়িতা ইত্যাদি প্রবণতার মাধ্যমে নিজেকে মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের দ্বারাই তার ব্যবসা-বাণিজ্য বা পেশা নির্ধারিত হয়। এ মূল্যবোধের প্রভাবে ব্যক্তির আগ্রহ নির্দিষ্ট সম্পদের সঞ্চিতকরণ, সুখ্যাতির সুসজ্জিতকরণ এবং বাস্তব পরিকল্পনার দিকে ধাবিত হয়। এ ধরনের ব্যক্তির বাস্তববাদী হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা যায়, অর্থ-সম্পদের প্রতি অধিক আগ্রহী এমন মনোভাব পোষণকারী ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে অর্থ সম্পদের প্রতি কম আগ্রহী এমন মনোভাব পোষণকারী ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এ ধরনের অর্থনৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির অনেক ক্ষেত্রেই নৈতিক মূল্যবোধ বা রাজনৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে। এ ধরনের ব্যক্তির ধনকুবের হতে চায় তাই তারা ধনদেবতার উপাসনা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এ ধরনের ব্যক্তির যেন ঐতিহ্যময় ঈশ্বরকে অটেল ধন বা দানের অভিপ্রেত লক্ষ্য হিসেবে ধরে নেয়।

**প্রশ্ন ১৫।** রাফির দাদু তাকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের, স্বাধীনতার ইতিহাস গল্পের মতো করে শোনাচ্ছিলেন। তা শোনার পর সে মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মনে করে খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে, দেশপ্রেমে উদ্ভূত হয়। তার অনেকগুলো বন্ধু আছে। সবার সাথে সে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। সে তার বন্ধুদের সাথে সবসময় সংহতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

ক. হিন্দু সম্প্রদায় বা মুসলমান সম্প্রদায় মূল্যবোধ গঠনের কোন মাধ্যমটিকে নির্দেশ করে?

খ. নান্দনিক মূল্যবোধের পরিচয় দাও।

গ. উদ্দীপকে রাফির মধ্যে কোন মূল্যবোধের বিকাশ ঘটতে দেখা যাচ্ছে এবং এতে তার আচরণে কেমন প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বন্ধুদের সাথে রাফির সম্পর্ক আসলে তার আচরণে মূল্যবোধের প্রভাবকেই তুলে ধরছে। বিশ্লেষণ কর।

১৫নং প্রশ্নের উত্তর



**ক** হিন্দু সম্প্রদায় বা মুসলমান সম্প্রদায় মূল্যবোধ গঠনের “কমিউনিটি ও বৃহত্তর সমাজ” মাধ্যমটিকে নির্দেশ করে ।

**খ** নান্দনিক মূল্যবোধ হলো ব্যক্তির এমন এক ধরনের বিশ্বাস, যা তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুভূতির বা চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত হয় । এ মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বা বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মূলত মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা ও আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় । তারা বিশ্বের সবকিছুর মধ্যে একটি ঐকতান সংবলিত চিন্তাধারার আকার গঠন করে ফেলে । নান্দনিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির মনে করে, একটি বস্তুকে মনোমুগ্ধকররূপে উপস্থাপিত করা, বস্তুটিকে সত্য হিসেবে চিহ্নিত করার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ । তারা সর্বদা জাঁকজমক, শক্তিমত্তার বিশিষ্ট পরিচয় চিহ্ন বা সম্মানসূচক চিহ্নগুলোকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতে চায় ।

**গ** রাফি তার দাদুর কাছ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতার ইতিহাস শোনার পর আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং দেশপ্রেমে উদ্ভুদ্ধ হয় । এভাবে তার মধ্যে রাজনৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে । যে মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক আদর্শ ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে, মূলত তাই রাজনৈতিক মূল্যবোধ । রাজনৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির সাধারণত নেতৃত্বপ্রিয়, ব্যক্তির রাজনৈতিক মূল্যবোধের পিছনে তার পূর্বসংস্কার, পছন্দ-অপছন্দ, বিশ্বাসসমূহ কাজ করে । রাফির ক্ষেত্রেও এই বিষয়গুলোর বহিঃপ্রকাশ দেখা যাওয়াটা স্বাভাবিক । তার মধ্য রাজনৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে তার দাদুর অবদান গুরুত্বপূর্ণ আর এই মূল্যবোধ ধীরে ধীরে এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে আরও বিকশিত হবে যার প্রভাব তার আচরণে সুস্পষ্ট হবে । এখন যেমন দেখা যাচ্ছে সে দেশপ্রেমে উদ্ভুদ্ধ হচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আবেগপ্রবণ হচ্ছে, পরবর্তীতে সে এসব বিষয়ে আরও জানবে, রাষ্ট্র, সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা নিবে, নিজের মনোভাব ব্যক্ত করবে এবং আশা করা যায় নিজেকে একজন যথার্থ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে ।

যা রাফি তার বন্ধুদের কাছে সহজেই নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে, তাদের সাথে সংহতি ও সামঞ্জস্য বজায় রাখে। এতে বুঝা যায় তার মধ্যে বিদ্যমান মূল্যবোধসমূহের প্রভাব-ই তার আচরণে পরিলক্ষিত হবে। সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে রাফি সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে শিখেছে। বিদ্যমান সমবয়সী, খেলার সাথী, সম্প্রদায় এবং বৃহত্তর সমাজের সংস্পর্শে রাফি এমন কিছু মূল্যবোধ অর্জন করে যা, তার সামাজিক আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই মূল্যবোধগুলোর প্রভাব রাফির সামাজিকরণ প্রক্রিয়াকে সহজতর করে। এর ফলে তার বিশৃঙ্খল ও দ্বন্দ্বময় মূল্যবোধগুলো সুগঠিত হয়। যা তার আচরণকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে। এই মূল্যবোধের প্রভাবেই সে দল গঠনে আগ্রহী হয় এবং নৈতিকতার প্রতি সবচেয়ে বেশি আনুগত্য প্রকাশ করে। তার আচরণে সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। নৈতিক মূল্যবোধগুলোর আলোকে তার আচরণকে সংস্কার করে, তার মধ্যে স্বাধীনচেতা আচরণ বিকশিত হয়। তার সৎ ও উদার মূল্যবোধগুলো তার আচরণকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলে। সমবয়সীদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, বিশেষ আদর্শ অনুকরণ ও অনুসরণ, সমবয়সীদের সাথে সংহতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা, নতুন ধারণা পেশণ প্রভৃতি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।